ঋতুস্রাব কয়েকবার বেড়ে গেছে, কীভাবে সে সিয়াম পালন করবে?

﴿ زادت دورتها عدة مرات فكيف تصنع بالصيام؟﴾

[বাংলা – bengali – بنغالي]

ইসলাম কিউ, এ

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ زادت دورتها عدة مرات فكيف تصنع بالصيام؟﴾

« باللغة البنغالية »

الإسلام سؤال وجواب

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

ঋতুস্রাব কয়েকবার বেড়ে গেছে, কীভাবে সে সিয়াম পালন করবে?

প্রথম বছর আমার ৬ থেকে ৭ দিন মাসিক হয়। দ্বিতীয় বছর আমার প্রায় ৯ দিন মাসিক হয়। দ্বিতীয় বছরের শেষ ও তৃতীয় বছরের শুরুতে আমার ২ থেকে ৩ তিন সপ্তাহ মাসিক হয়। রমজানে আমার ১৮ দিন মাসিক হয়। রমজানের ৩ দিন পূর্বে আরম্ভ হয়ে ১৫ রমজান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায় রমজানের কাজা আদায়ের বিধান কি ?

উত্তর :

আল-হামদুলিলাহ

মাসিকের অধিকাংশ মেয়াদ কি, এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে কম বা বেশী মাসিকের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। মাসিক কম বা বেশী হতে পারে। মূলত মাসিকের রক্তই এ ব্যাপারে মূল বিষয়, নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নয়।

শায়খ উসাইমীন বলেছেন : "শায়খুল ইসলাম, ইবনুল মুনজির ও আলেমদের একটি জামাতের অভিমত : ঋতু স্রাবের সংখ্যার কোন বিশুদ্ধতা নেই। নারীরা যখন রক্ত দেখে মনে করবে এটা স্রাবের রক্ত, তবে তাই স্রাবের রক্ত। এর দলিল আলাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতা। তিনি বলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى (٢٢٢)

তার বাণী : أَذًى কথাটি কারণের সাথে সংশিষ্ট। যদি এ জাতীয় রক্ত দেখা যায়, এবং প্রমাণিত হয় যে, তা অন্য কোন রোগজনিত রক্ত নয়, তবে তা ঋতুস্রাব।"

সূত্র : আশ-শারহুল মুমতে: ১/৪০২

তিনি বলেন: "এমন নারীও রয়েছে, যে লাগাতার চার মাস পবিত্র থাকে, অতঃপর পূর্ণ একমাস মাসিক হয়। হয়তো রক্ত জমা হতে থাকে, অতঃপর একসাথে আসা আরম্ভ করে। আলাহই ভাল জানেন। কোন কোন নারী এমন আছে যার মাসে ৩দিন, অথবা ৪দিন, অথবা ৫দিন, অথবা ১০দিন মাসিক হয়।" সূত্র : প্রাগুক্ত

এ হিসেবে রক্ত দেখার সময় থেকে পবিত্রতার পূর্ব পর্যন্ত মাসিক বলেই গণ্য হবে। যদিও তা ১৫দিনের বেশী হয়, যতক্ষণ না মাস অতিক্রম করে। অথবা যদি পুরো মাসে মাত্র একদিন বা দু'দিন বন্ধ হয়, তবে তা ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। আলাহই ভাল জানেন।

সূত্র :

الإسلام سؤال وجواب